দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ: 26 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ভবদহপারে জলাবদ্ধতায় ৩৫০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান

চৈতন্য কুমার পাল, অভয়নগর ●

যশোরের দুঃখ ভবদহ অঞ্চলের তিন উপজেলায় সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠেছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষের ভেতরে পানি প্রবেশ করায় পাঠদান বন্ধ রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে পানি না উঠলেও বানভাসি মানুষ অবস্থান করায় সেখানেও শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

জানা গেছে, বিল কপালিয়ায় প্রস্তাবিত জোয়ারাধার বা টিআরএম (টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট) চালু করতে না পারায় ভবদহ অঞ্চলের হরি, শ্রী ও টেকা নদীতে ব্যাপকহারে জোয়ারের সঙ্গে আসা পলি জমে বন্ধ হয়ে গেছে পানি নিষ্কাশনের একমাত্র পথ। চলতি মাসের ৯ ও ১০ তারিখের টানা ৩৭ ঘণ্টা এবং গত রোববার ও সোমবারের টানা ৩০ ঘণ্টার বৃষ্টিপাতে যশোরের অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুরের ব্যাপক এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা।

এর আগে প্রথম দফায় বৃষ্টিতে তিন উপজেলায় ৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি প্রবেশ করায় এসব প্রতিষ্ঠানের ক্লাস বন্ধ ছিল। ১১ দিন পর গত রোববার ভোর ৪টা থেকে পরদিন সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত টানা বৃষ্টিপাত হয়। এতে তিন উপজেলার ৩৬ ইউনিয়নের মধ্যে ২৮টির ব্যাপক এলাকা, নওয়াপাড়া পৌরসভার একাংশ এবং কেশবপুর পৌরসভা সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়। পানি প্রবেশ করে ৩৫৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

ভবদহ এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেশবপুর উপজেলা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় ১৪৬ প্রাইমারি স্কুলে পানি উঠেছে। এর মধ্যে ৭০টিতে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া জলাবদ্ধ ৬২ মাধ্যমিক পর্যায়ের সবকয়টি ও ৮টি কলেজের একটিতে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। অভয়নগর উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের মধ্যে চারটি ও নওয়াপাড়া

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

ভবদহপারে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পৌরসভার একাংশ তলিয়ে গেছে। ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত ২৭টি প্রাথমিক, ৮টি মাধ্যমিক এবং ২টি কলেজ জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রিজিবুল ইসলাম জানান, ৩৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠেছে। দু-একটি প্রতিষ্ঠানে জোড়াতালি দিয়ে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। বাকি সবই বন্ধ রয়েছে।

মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ১৭ ইউনিয়নের মধ্যে ১৩টি জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ওই এলাকায় ১০১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠেছে। এর মধ্যে ৫১টি প্রাইমারি, ৩৬টি মাধ্যমিক, ৮টি মাদ্রাসা ও ৬টি কলেজ রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল হাসান জানান, উপজেলার ৪ ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা বাদে বাকি এলাকায় বৃষ্টির পানিতে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কোনোমতে ক্লাস নেওয়া গেলেও সেখানে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি খুবই কম। বাকি সব প্রতিষ্ঠানেই পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

গতকাল ভবদহ এলাকার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণিকক্ষে এক থেকে তিন ফুট পর্যন্ত পানি। মণিরামপুর উপজেলার মুক্তেশ্বরী ডিগ্রি কলেজের দুটি ভবনের একতলায় দুই ফুট পানি। মাঠে কোমরপানি।

ওই কলেজের অধ্যক্ষ প্রবীর কুমার মল্লিক জানান, কলেজের প্রবেশ পথে তিন ফুট জল। এলাকার সব কটি গ্রাম জলের তলে। রাস্তাগুলোও তলিয়ে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য হওয়ায় গত ১৭ তারিখ থেকে ২-৩টি করে ক্লাস হচ্ছিল। কিন্তু ২১ আগস্ট থেকে আবার বৃষ্টি হওয়ায় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে পাঠদান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি। ওই প্রতিষ্ঠানের একাদশ বর্ষের বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র অর্ণব ধর বলেন, একদিকে বাড়তি জল, আবার বাড়ি থেকে কলেজে যাতি দুই কিলোমিটার রাস্তাও জলে ডুবে গেছে। কলেজেও জল। তাই ক্লাসে যাতি পারছি না। পড়াশোনায় খুব ক্ষতি অচ্ছে।

ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও যশোর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ইকবাল কবির জাহিদ জানান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অদূরদর্শিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও সরকারি দলের মধ্যে কোন্দলের জন্য বিল কপালিয়ায় টিআরএম করা সম্ভব হয়নি।

ফলে ব্যাপক এলাকা তলিয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব অবস্থা নেই। ফলে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।